বহ্নি ও পতঙ্গ

সুব্রত বসু

১

সোনালী পানীয় ভরা চারটে গ্লাস একযোগে পরস্পরকে ছুঁয়ে মৃদু ঠুং আওয়াজ তোলার সাথে সাথে বহুল প্রচলিত বিজাতীয় শব্দ চারজনের কণ্ঠ থেকে একযোগে ধ্বনিত হল- 'চিয়ার্স'!

পাশের ঘর থেকে মিউজিক সিস্টেম সেতারে বেজে চলেছে দরবারি কানাড়া। গ্লাসে গ্লাস ছুঁইয়েই বহ্নি দুই বাহু প্রসারিত করে ছিটকে সরে গেল জানলার দিকে। বাইরের বাতাস তখন জানলার পর্দাটা সামান্য ওড়াচ্ছিল। বহ্নির সহসা চকিত স্থানান্তরে দেহভঙ্গিমায় যে তরঙ্গের সৃষ্টি হল, তারই রেশ গ্লাসের পানীয়তে ভ্রুক্ষেপহীন বহ্নি ওষ্ঠ সামান্য দংশনে নিজেকে নিয়ে গেল আকর্ষণের চূড়ান্তে। সঙ্গী যেহেতু তিনজন পুরুষ, তাদের বিহ্বল দৃষ্টি তখন বহ্নিকে ঘিরে। কী ঘটতে চলেছে বোঝার আগেই হয়ত একাকিত্বের অভিমানে বহ্নি গেয়ে উঠল— 'একেলা রই অসল মন/ নীরব এই ভবন কোণ/ ভাঙিগলে দ্বার কোন সে ক্ষণ— অপরাজিত ওহে।'

সমবেত হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল গুহ মঞ্জিলের একতলার হলঘরটা। হাততালি শেষ হবার আগেই গ্লাসের পানীয়তে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বহ্নি এগিয়ে এল টেবিলে সাজানো নানা খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে। একটা ফিস্ ফিঙ্গার মুখে ফেলে বহ্নি নিজেকে ছেড়ে দিল সোফার নরম আশ্রয়ে।

বহ্নি বসার সাথে সাথে সোফার অন্য প্রান্তটি দখল নিল, স্থানীয় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অরণ্য বোস। সঙ্গত কারণে মাঝের ফাঁকটুকু ভরাট করতে এগিয়ে এল না কেউ। কল্যাণ, দিবাকর যথাক্রমে সিঙ্গল সিট বেছে নিল। কল্যাণ কিছুটা নিকটে, দিবাকর কিছুটা দূরে। তাই বোধ হয় নিকটে আসতে চাইল আন্তরিকতায়—

'না, বহ্নি যে সুরমূর্ছনায় আজকের আসরের সূত্রপাত তার পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার যাবতীয় দায় দায়িত্ব কিন্তু তোমার।' কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক দিবাকর সেন বহ্নি বন্দনা এভাবেই করে থাকেন।

দিবাকরের কথার রেশ টেনে অরণ্যের আব্দার- 'প্লিজ বহ্নি, আজকের শুরুটাই তুমি বেছে নিয়েছ আমাদের মতন অভাগাদের ধন্য করার জন্যে, সুতরাং আর দেরি নয়।'

দ্বৈত পুরুষ বন্দনায় বহ্নির ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণে চিড় না ধরলেও, অন্তর কিছুটা বিগলিত। হঠাৎই বেসুরে গেয়ে উঠল বহ্নির মেডিকেল কলেজের সহপাঠী, বর্তমানে সহকর্মী কল্যাণ গুপ্ত- 'ড্যাম ইট, তোমাদের রবীন্দ্র সঙ্গীত আর আধুনিক কবিতা যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে আজকের সন্ধ্যেটা বরবাদ।'

কল্যাণ সময়ে অসময়ে বহ্নির ওপর নিজের দাবি পেশ করে থাকে অভিভাবকের কায়দায়। যেহেতু সে দীর্ঘদিনের পরিচিত। তাই অন্যদের সামনে দেখাতে চায় সম্পর্কের গভীরতা।

কল্যাণের মন্তব্যে বহ্নি বিরক্তি প্রকাশ করল ভ্রু কুঞ্চনে। প্রতিক্রিয়া জানাবার আগেই পরিস্থিতি সামলে নিতে চাইল কল্যাণ-'প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড বহ্নি, মিউজিক সিস্টেমের ডিস্কটা যদি চেঞ্জ করে দি, রিদ্‌মটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না।'

গ্লাসের বাকি পানীয়টা গলায় ঢেলে বহ্নি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল- 'ইয়েস কল্যাণ, ইউ আর রিয়েলি ইন অফ্‌মুড টুডে। রবিশঙ্করের সেতারে তুমি বিদ্‌ম পাচ্ছ না, স্কচে তোমার নেশা হচ্ছে না, তুমি বরং পাশের ঘরে যাও। টেলিফোন স্ট্যান্ডের নিচে সেলফে কয়েকটা পপ গানের ক্যাসেট আছে, ওয়াকম্যানটাও পড়ে আছে অনেক দিন, হেড ফোনটা কানে লাগিয়ে চালু করে দাও। ইউ উইল গেট রিদ্‌ম অ্যাজ ইওর ওন চয়েস্। প্লিজ কল্যাণ, ক্লিয়ার আউট, আমরা একটু অন্য আলোচনা করব।'

বাইরের কলিং বেল বেজে উঠল। টেবিলে গ্লাস নামিয়ে বহ্নি এগিয়ে গেল শব্দসন্ধানে।

দরজা খুলেই রমণীমোহনকে দেখে খুশি হল না বহ্নি।

'আপনাকে বারণ করেছি না, সময়ে অসময়ে এভাবে আসবেন না।'

'না মানে আজ রাতে যাত্রাগান আছে কিনা' -রমণী প্রয়োজনটা বোঝাতে চাইল।

'তাতে আমার কী?' বহ্নি আরও বিরক্ত হল।

'না, আজ রাতে ফিরব না তো, তাই আর কী, সুনীলবাবু বলে দিয়েছিলেন, যখন থাকব না, তখন যেন আপনাকে জানিয়ে যাই।'

'দেখুন, সুনীলবাবু হাসপাতালের ওয়ার্ডমাস্টার। এই বাড়িটা খুঁজে দেবার ব্যাপারে ওনার কিছু ভূমিকা আছে, তার মানে এই নয় সর্বদা আমার ওপর নজর রাখবেন।' বহ্নির গলায় তখন উত্তেজনার ছাপ।

'আপনি মিথ্যে রাগ করছেন আমার ওপর, অত বড় বাড়িটায় একদম একলা'—

'আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না রমণীবাবু, আপনি আসুন।'

সশব্দে দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তিন পুরুষ বন্ধু উঠে দাঁড়াল উদগ্রীব হয়ে। ওদের ব্যস্ততাকে গুরুত্ব না দিয়ে, রেখে যাওয়া খালি গ্লাসটা তুলে নিতেই অরণ্য ও কল্যাণ শশব্যস্ত হয়ে উঠল তা ভরে দেবার জন্যে। অরণ্য সফল হল। নীরবতা ভেঙ্গে সেই শুরু করল। 'এনি প্রবলেম বহ্নি?'

'নাথিং, ওই কেয়ারটেকারটা এসেছিল রাতে থাকবে না জানাতে।'

'তাহলে বহ্নি মোমার গানটাই আমাদের পুরানো মেজাজে ফিরে আসতে সাহায্য করুক।' দিবাকর সেন আলোচনার মোড় ঘোরাতে চাইলেন।

'মুডটা তৈরি করতে একটু সময় লাগবে দিবাকর, তার আগে শুরু করুন আপনার কবিতা।'

রঙিন পানীয়র প্রভাবে রাত্রিকে যতই তরুণী মনে হোক, নাচ, গান, আড্ডায়, হুল্লোড়ে ঘড়ির কাঁটা কিন্তু এগিয়ে চলল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, অনেক দিনের বন্ধ থাকা গুহ মঞ্জিল মুখরিত হয়ে উঠল। ভর্তি গ্লাস হাতে নিয়ে কল্যাণ ফ্রিজের দরজাটটা খুলল আইস কিউবের সন্ধানে। যদ্যি তার নিজের ধারণা সে বহ্নির সব চেয়ে কাছের, কিন্তু এই ধরনের আসরে সে বড়ই বেমানান। এদের সঙ্গ ছেড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্য রসে নিজেকে বুঁদ করতে চাইল। তার এই অস্বাভাবিক আচরণ কোনও গুরুত্ব পেল না বহ্নি, অরণ্য, দিবাকরের একান্ত আলাপচারিতায় তবু কল্যাণ গুপ্ত সেই আসরে রয়ে গেল, প্রথম পুরুষের একবচন হয়ে।

২

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন সাত্যকি সান্যাল, মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা ঝড়ের প্রাবল্য কতটা, তা কিন্তু তার চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না, যতই হোক তিনি দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া অফিসার।

আপাতদৃষ্টিতে মোহনপুর যথাসম্ভব শহর হলেও, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের কিন্তু অভাব নেই। তার কারণ কিছু অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীর দল, যাঁরা একসময়ে ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, জনবহুল কলকাতার পারিপার্শ্বিক দূষণের আধিক্য থেকে নিজেদের বাঁচাবার তাগিদে অপেক্ষাকৃত জনবিরল গাছগাছালির ছায়া ভরা মোহনপুরকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের উর্ধ্বমুখী চাহিদা পূরণের তাগিদে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিয়েছিলেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। যাবতীয় ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে অন্যান্য শহুরে সুযোগ সুবিধা সবই মোহনপুরে বর্তমান। স্থানীয় বাসিন্দারাও গর্বের আবরনে নিজেদের মোহনপুরবাসী বলে পরিচয় দিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

রাজনৈতিক ঝামেলা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি মোহনপুরের বুকে। ফলে শান্তির বাতাবরণ মোহনপুরে নিষ্কর্মা পুলিশ সন্দেশের মতন নৈবেদ্যর মাথায় শোভাবর্ধন করত।

হঠাৎই একটা ছোট্ট খবর দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ল শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। গতকাল সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ লেডি ডাক্তার বহ্নি মুখার্জি হাসপাতাল যাবার পথে নিখোঁজ হয়ে যান। শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছিল রঙিন ছাতা মাথায় স্টেথো হাতে গুহ মঞ্জিলের গেট বন্ধ করে ফুটপাত ধরে হেঁটে যেতে।

এমনিতেই হাসপাতালে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই সারা শহরে বহ্নি মুখার্জি ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। যাবতীয় যুবা পুরুষের পিয়াসী চোখগুলি চাতকের মতন অপেক্ষা করত বহ্নি মুখার্জির সামান্যতম সাহচর্যের ফটিকজলের জন্য।

সুতরাং তাঁর নিখোঁজ সংবাদে শহরময় আলোড়ন হবে এ আর নতুন কী। সাধারণ মিসিং ইনফরমেশন হিসাবে নোট করলেও ব্যাপারটা গুরুত্ব নিয়েই দেখছিলেন সাত্যকি সান্যাল। কিন্তু এটা যে এই পর্যায়ে চলে গেছে তা অনুমান করতে পারেননি। জেলার এস পি টেলিফোনে একরকম আলটিমেটামই দিয়ে দিয়েছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সুন্দরী যুবতীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মিডিয়া যে কীভাবে ছিঁড়ে খাবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একটা জিনিস সাত্যকি সান্যাল বুঝতে পারেন না, ঘটনা ঘটার সাথে সাথে সকলে মিলে পুলিশের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যেন এই নিখোঁজ রহস্যের চিত্রনাট্য তিনি আগেই লিখে রেখেছেন।

থানার সব চেয়ে তরুণ অফিসার সুগত ঘরে ঢুকতেই সাত্যকি জিজ্ঞাসা করলেন- 'বল সুগত, প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনে তুমি কী পেলে?'

'সেরকম পজেটিভ কিছু পাইনি স্যার' - চেয়ারে বসতে বসতে সুগত জানাল, 'তবে একটু জানা যাচ্ছে নিখোঁজ হবার আগে রাতে তিন পুরুষ বন্ধুর সাথে অনেকখানি সময় কাটিয়েছিলেন। তিনজনের অ্যালিবাই চেক করেছি স্যার, সেরকম কিছুই পাইনি।'

'একজন নিশ্চয়ই ডাঃ কলাণ গুপ্ত' -সাত্যকি সিগারেট ধরিয়ে দেন।

'হ্যাঁ স্যার। অন্য দুজন দিবাকর সেন ও অরণ্য বোস।'

'দিবাকর সেন? ভদ্রলোককে কোথায় মিট করলাম?'

'বইমেলার কী একটা সেমিনারের ব্যাপারে কার্ড দিতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক।'

'আই সি,' সিগারেটের ছাইটা অ্যাসট্রেতে ফেলে সাত্যকি জানতে চাইলেন-' নেক্সট, অরণ্য বোস?'

'স্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।'

'মিস্ মুখার্জির সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকলেও, ওর নিখোঁজ হবার ব্যাপারে এদের লিংক থাকবে বলে মনে হয় না। তবু এদের দিয়েই আমাদের শুরু করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।' কথা শেষ করে সাত্যকি সুদীর্ঘ টান দিলেন সিগারেটে।

‘তবে স্যার, যেটুকু জেনেছি, ভদ্রমহিলা মোটেও সংযত জীবনযাপন করতেন না।’

‘সেটা তাঁর নিখোঁজ হবার ব্যাপারে কোনও যুক্তি হতে পারে না। তাহলে আমেরিকায় বহু মেয়েই একই কারণে নিখোঁজ হয়ে যেতেন।’

‘আমি বলতে চাইছি স্যার, ভদ্রমহিলা তো ভীষণ রকমের স্বাধীনচেতা, হয়ত কোথাও গেছেন কাউকে কিছু না বলে, তাছাড়া সকালবেলায় তো ভদ্রমহিলাকে দেখাই গেছে।’

‘সেটাই তো আমাদের মাইনাস পয়েন্ট, সুগত। হেডিংটা তো এরকম হবে- প্রকাশ্য দিলালোকে সুন্দরী তরুণী অপহৃত। জনগণের মন্তব্য-পুলিশ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।’

‘তাহলে স্যার?’

‘গাড়ি আর ফোর্স রেডি কর, তুমি আর আমি বার হব বহ্নি মুখার্জি অ্যাবডাকশন কেসের তদন্তে - খাওয়াদাওয়া রাস্তাতেই। চয়েস্ তোমার, খরচ আমার, ও কে।’

৩

গাড়িটা গিয়ে থামল হসপিটালে ডক্টরস কোয়ার্টার্সের গেটের সামনে। লেটার বক্স দেখে জানা গেল ডাঃ কল্যাণ গুপ্তের কোয়ার্টার সেকেন্ড ফ্লোরে।

কলিং বেল পুশ করার কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলতেই দেখা গেল অলিভ গ্রিন রঙের শার্ট ও পাৎলুন পরিহিত বছর সাতাশ আঠাশের এক স্থূল যুবককে।

সাত্যকি সান্যাল অনুমতির অপেক্ষ না করে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, ‘গুড আফটার নুন। ডাঃ গুপ্ত আই প্লিজ প্রিজ্যুম?’

‘ইয়েস, বাট আফটার নুন ইজ নট অ্যাট অল গুড। ইটস হাই টাইম ফর রিল্যাক্স, বাট নাউ আই হ্যাভ টু ফেস ব্লাডি ইনটারোগেশন।’

‘সরি ডাঃ গুপ্ত। আ’ল নট টেক মোর টাইম।’

‘আচ্ছা, আপনাদের এই বোগাস ব্যাপারটা কতদিন ধরে চলবে বলতে পারেন’?

‘যতদিন না ডাঃ মুখার্জি ট্রেস আউট হন।’ সাত্যকি সান্যালের ধীরস্থির উত্তর।

‘এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন কেন? সোজা যান অরণ্য বোসের কাছে। হি নোজ এভরিথিং। ওই বহ্নিকে ইলোপ করে কোথাও আটকে রেখেছে। ঝামেলা মিটলেই বিয়ে করে ফেলব।’ —দুটো প্ল্যাস্টিকের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে কল্যাণ গুপ্ত একটা মোড়া টেনে বসল।

‘অরণ্যর ওপর আপনার খুব রাগ, তাই না?’

‘হবে না—’ কল্যাণ পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নেয়, হঠাৎ মনে পড়ে অফার করা উচিত।

‘থ্যাংকস,’ বলে সাত্যকি সিগারেট প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে কল্যাণ গুপ্ত আবার শুরু করে—

‘বহ্নি আমার ক্লাশমেট। অনেকদিন যাবৎ দেখে আসছি। এখানে আসার পর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাকে কোনও পাত্তাই দিচ্ছে না। সবসময় কেমন যেন ডমিনেট করতে চাইছে, সময়ে সময়ে অপমান করছে। এসব ওর অরণ্যের পরামর্শে।’

‘কেন, কলেজে পড়াকালীন আপনার অনুরক্ত ছিলেন নাকি?’

‘না, তা নয়, তবে অহঙ্কারী চিরদিনই ছিল। পয়সাওলা বাবার একমাত্র মেয়ে, তার ওপর সুন্দরী। কাউকে ভিড়তেই দিত না। একবার তা দু বছরের একটা সিনিয়র ছেলের আলটপকা মন্তব্যে এমন হাত চালালো, বেচারার ঠোঁটটাই গেল কেটে। বড়লোক বাবা কুংফু শিখিয়েছিল। আমি বলছি, ওর কিচ্ছু হয়নি।’

‘একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ডাঃ গুপ্ত।’ সাত্যকির ইশারায় সুগত নোট নিতে শুরু করল — ‘হসপিটালে তো আপনি আগে জয়েন করেছিলেন।’

‘হ্যাঁ, দু মাস আগে।’

‘আচ্ছা, ডাঃমুখার্জি হাসপাতাল প্রেমিসেসের মধ্যে না থেকে বাইরে ঘর ভাড়া নিলেন কেন?’

‘বহ্নি যে সময় জয়েন করল, সে সময় কোনও কোয়াটার’ খালি ছিল না। ওয়ার্ডমাস্টার সুশীল বক্সির সাথে রমণী সাঁতরা মনে গুহ মঞ্জিলের কেয়ারটেকারের কীরকম জানাশোনা ছিল, ওর মাধ্যমেই একতলাটা ভাড়া পায়।’

‘গত পরশু তো অনেক রাত্রি পর্যন্ত আপনি গুহ মঞ্জিলে ছিলেন?’

‘শুধু আমি কেন, অরণ্য, দিবাকরও ছিল।’

‘ওখানে গিয়েছিলেন কখন?’

‘গিয়েছিলাম একটু আগেই, ডিউটি শেষ করে আমি আর বহ্নি সন্ধের মুখে মুখেই চলে যাই।’

‘গতকাল সকালে তো আপনার আউটডোর ছিল?’ নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সাত্যকি।

‘ডিউটি রোস্টারটা দেখে নিন।’ কল্যাণের গলায় ঝাঁঝ অনুভব করেই সাত্যকি বিদায় জানান-

'নো নিড ডাঃ গুপ্ত। ও কে, বাই, পরে আবার দেখা হবে।'

৪

'মল্লার' অ্যাপার্টমেন্টের দোতলার ডবলরুম ফ্ল্যাটটা দিবাকর সেনের। দরজা খুলে আহ্বান জানালেন সাত্যকি আর সুগতকে।

'ভাবছিলাম তাই, কখন আপনারা আসবেন।'

দিবাকর সেনের ডোড়হাত দেখে সাত্যকি ও সুগত প্রতিনমস্কার জানাল।

'কী কাণ্ড বলুন দেখি, ব্রড ডে লাইটে একটি ইয়ং মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। এখনও তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।'

দিবাকর সেনের ঘরদোর বেশ গোছাল। কল্যাণ গুপ্তের মতন একেবারে ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার নয়।

'এখন তো এর দায়ভাগ পুলিশের ওপরই বর্তাবে। তার জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।' বেতের সোফার ওপর নরম গদি, সাত্যকি ও সুগত পাশাপাশি বসল।

'না, না, সেকথা বলছেন কেন, যখন যেভাবে বলবেন কো-অপারেশন করব।'

'আপনার এক বন্ধুর অভিমত জানালাম আর কি?'

'কে, কল্যাণ গুপ্ত, ওর কথা বাদ দিন, লেখাপড়া শিখলেই হল না, আউট এন আউট আনকালচার্ড। কোথায় কী বলতে হয় তা জানো না।' নিজের জায়গা ছেড়ে দিবাকর সেন উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন— 'একটু চা বলি?'

'চা, আপনি তো ব্যাচিলার।'

'তাতে অসুবিধে নেই। আমার পিসিমা আমার সঙ্গে থাকেন। তাছাড়া দিনরাতের কাজের লোক আছে।'

'তাহলে বলুন একটু চা।'

দিবাকর সেন ঘুরে এসে বসতেই সাত্যকি সান্যাল কথা শুরু করলেন-'বহ্নি দেবীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'বেশি দিন নয়, ওই বইমেলা চলার সময় সেমিনারে আলাপ হয়েছিল।'

'পিসিমা থাকেন, লেট নাইট করলে অসুবিধা হয় না?'

দিবাকর সেন হাসলেন— 'লেট নাইট সাধারণত করি না, পিসিমাকে বলা আছে রাত হলে শুয়ে পড়তে, ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে থাকে।'

'ইদানীং কি ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবহারটা বেশি হচ্ছে?'

'অস্বীকার করি কী করে মিঃ সান্যাল, এমন একটা অদম্য আকর্ষণ, আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কখনও অনুভব করিনি। আর রূপ, মনে হয় ওই আগুনে পুড়ে যাই।'

'আপনার মতন পতঙ্গ তো অনেকগুলি দিবাকরবাবু।'

'সেই কথা চিন্তা করে পরশুদিন প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু কেমন একটা অস্থিরতা, বহ্নি যখন একটা ফোন করে কবিতার খাতাটা নিয়ে যেতে বলল, তখন আর...'

'না গিয়ে পারলেন না।' সাত্যকিই বাকি কথাটা বলে দিলেন।

'ঠিক তাই, আমার যেতেই সব চেয়ে দেরি হয়েছিল। যখন গুহ মঞ্জিলের গেটের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখি বারান্দায় বহ্নি টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমার আসার সময় আন্দাজ করে। আমাকে দেখতে পেয়ে টর্চ হাতে নেমে এসেছিল বাগনের রাস্তায়। নিজেকে যে কী পরিমাণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না মিস্টার সান্যাল।'

'তার মানে বহ্নির আপনার ওপর একটা দুর্বলতা জন্মেছিল?'

'তা বলতে পারব না, এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল একথা সহজে বলা যায় না।'

সাত্যকিকে চুপ করে থাকতে দেখে বহ্নির ওপর তার প্রেম কতখানি প্রগাঢ় ছিল তা জানাতে দিবাকর সেন আবার বললেন—'আমার দুর্বলতার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না?'

সাত্যকি হেসে উত্তর দিলেন, 'না,—তবে একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, বাগানের রাস্তাটা কি খুব অন্ধকার ছিল?'

'খুবই অন্ধকার ছিল, সাপটাপও থাকতে পারে আশেপাশে, সেই জন্যেই বহ্নি টর্চটা নিয়ে এসেছিল।'

'ওঃ। তা আপনাদের পার্টি শেষ হয় কটায়?'

'পার্টি না বলে নিছক আড্ডা বলাই ভাল, সাড়ে বারোটা নাগাদ কল্যাণ গুপ্ত একেবারে বেহেড মাতাল হয়ে গেছে। আমি আমার অরণ্য দুজনে ধরে নিয়ে এসে একটা রিকশায় তুলে দি।'

'আসার সময় বহ্নি দেবী টর্চ নিয়ে অন্ধকার রাস্তা পার করে দেননি?' সাত্যকির কথায় সামান্য শ্লেষ।

'না, ঘর থেকে চলে আসামাত্রই শুভরাত্রি জানিয়ে দিয়েছিলেন।'

'অন্ধকারে একটা মাতালকে বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি?'

'অন্ধকার খুব একটা ছিল না, কোথায় যেন একটা আলো ছিল।' - দিবাকর সেন ভাবতে চেষ্টা করলেন।

‘তাহলে দিবাকরবাবু, ধরে নিতে পারি, বহ্নির অনুপস্থিতিতে আপনারা সকলে বহ্নিমান হয়েছিলেন, না হলে আমাবস্যার রাতে আলো দেখবেন কোথায়?’

‘ঠাট্টা করছেন। বহ্নির রূপে আমি পাগল হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু কোনও অসংলগ্ন কথা আপনাকে বলিনি, বরং বহ্নির বরং বহ্নির নিখোঁজ হওয়ার খবরে এমন আঘাত পেয়েছি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। প্লিজ মিঃ সান্যাল, যা হোক একটা কিছু করুণ।’ সাত্যকি সান্যালের হাত ধরে পঁয়ত্রিশ বছরের সৌম্যকান্তি দিবাকর সেন একরকম কেঁদেই ফেললেন।

৫

‘স্যার, অরণ্য বোসকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না, উনি খুব ব্যস্ত, সন্ধ্যাবেলায় থানায় আসতে চাইছেন। সুগত ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে জানাল।

‘থানায় নয়, ওকে গুহ মঞ্জিলে আসতে বলে দাও।’ সাত্যকি সান্যাল গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

‘গুহ মঞ্জিল’ - ডিম্বাকৃতি শ্বেতপাথরে খোদাই করা বাড়ির নাম একদিকের থাম্বায়, অন্য থাম্বায় মালিকের নাম মনোজিৎ গুহ। প্রয়াত হয়েছেন বছর সাত - আট হল। নানান জায়গায় জজিয়তি করে আসার পর মোহনপুরকে বেছে নিয়েছিলেন বার্ধক্যের বারাণসী হিসাবে। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, চতুর্দিকে জঙ্গলে ভরা একতলা বাড়িটা প্রায় জলের দরেই কিনেছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভদ্রলোক।

পরিচর্যার অভাবে একতলা বাড়িটা বাইরে থেকে যতই হতশ্রী মনে হোক, ভিতরে ছিল রুচির ছাপ, তাই সেই বাড়িটাকে অক্ষত রেখে ঠিক তার পিছনে এমনভাবে গড়ে তুললেন সুরম্য অট্টালিকা যাতে একতলা বাড়ির ছাদটা নবনির্মিত বাড়ির বারান্দা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখতে দেখতে ভিতরের পরিবেশটা আমূল পাল্টে গেল, আলো ঝলমল করা গুহ মঞ্জিল তখন থেকেই ইনসিটু পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল সার্ভে ম্যাপে।

কিন্তু কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধনমান। মনোজিৎবাবু একমাত্র ছেলে মানসকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শেখালেন, বিয়ে দিলেন যথেষ্ট ধনী পরিবারে ভিলাইয়ে। শ্বশুর মশাইয়ের তত্ত্বাবধানে স্টিল ফ্যাক্টারিতে মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি হয়ে গেল সহজে। ফলে মোহনপুরের সাথে যোগাযোগটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একদিন ছিন্নই হয়ে গেল পিতামাতার মৃত্যুর পর। বহু দিনের কর্মচারীর ছেলেকে আইনগত দায়দায়িত্ব ও কেয়ারটেকারের পদে স্থায়ীভাবে বহাল করে দিলেন মানস গুহ।

মালিকের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না পড়লে যা হয় তাই হতে থাকল, গুহ মঞ্জিল ধীর ধীরে হারাতে থাকল তার পুরানো গরিমা।

তবে লেডি ডাক্তার বহ্নি মুখার্জি আসার পর গুহ মঞ্জিল কিছু দিনের জন্যে সরগরম হয়ে উঠছিল নাচে, গানে, হুল্লোড়ে, জনমানস থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া গুহ মঞ্জিল ফিরে এসেছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। আজও গুহ মঞ্জিলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ সেখান থেকেই নিখোঁজ লেডি ডাক্তার বহ্নি মুখার্জি।

সুগত, সাত্যকি তৈরি হয়েই এসেছিলেন, ধরেই নিয়েছিলেন চাবি পাওয়া যাবে না, তাই কোর্ট থেকে তালা ভাঙার অর্ডার আগেই সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনেই আটকে গেলেন দরজার সামনে এসে। দরজার গায়ে বিখ্যাত কোম্পানির ইয়েল লক, যা ভাঙতে গেলে দরজাটাই ভেঙে ফেলতে হবে। ফলে অপেক্ষা করতে হল কোম্পানির লোকের জন্যে। মাস্টার কি নিয়ে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল।

সময়টা অবশ্য নষ্ট হতে দেননি সাত্যকি সান্যাল। সি আই ডি থেকে জোগাড় করেছেন ক্যামেরাম্যান, সাধারণ ক্যামেরার সাথে রয়েছে ইনফ্রারেড রে ক্যামেরা, খালি চোখে দেখতে না পাওয়া কোনও বস্তুর যদি ছবি প্রয়োজন হয়।

বাড়ির প্রধান দরজা কিন্তু বৈঠকখানা সংলগ্ন নয়। একটি স্বল্প পরিসর পার হয়ে, বাঁদিকে ঘুরে বৈঠকখানা। সাত্যকি, সুগত একলা নন, সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় হিরণ মজুমদার, যিনি গতকাল সকাল ন'টা নাগাদ বহ্নিকে গেট বন্ধ করে ফুটপাত ধরে হেঁটে যেতে দেখেছেন।

বৈঠকখানার সর্বত্র সেদিনের উচ্ছলতার চিহ্ন বর্তমান। গতকাল নাকি পরিচারিকা বেশ ভোরেই এসেছিল কিন্তু বহ্নি দেবীর ঘুম ভাঙেনি। সাত্যকি সান্যাল চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

এটাই বহ্নির শোবার ঘর। বিছানাটি অত্যন্ত পরিপাটি করে গোছানো। খুব ধীর পায়ে এগোতে এগোতে সাত্যকি কিছু একটা তুলে নিলেন। কৌতূহলী সুগত প্রশ্ন করল-‘কী স্যার?’

‘চিরুনি, ড্রেসিং টেবিল থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।’ সাত্যকি চিরুনিটি হেফাজতে নিলেন।

‘এটা কি খুব জরুরি স্যার?’

‘অকুস্থলে পড়ে থাকা জিনিস অনেক কথা বলে। সুগত, তুমি এই ঘরটা ভাল করে দেখ।’ সাত্যকি এবার ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দিলেন ঘরটার ছবি তোলার জন্যে।

এবার হিরণ মজুমদারের দিকে ফিরে বললেন—‘আচ্ছা হিরণবাবু, আপনি তো বহ্নি দেবীকে পিছন থেকে দেখেছিলেন?’

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গেট বন্ধ করে ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন।'

'পরনে জিনস ছিল?'

'হ্যাঁ, ওপরে লাইট ইয়োলো একটা জোব্বা, মাথায় রঙিন ছাতা, চোখে রোদ চশমা।'

'আর কিছু?'

'মাথায় একটা হাল ফ্যাশানের টুপিও ছিল, হাতে স্টেথো।'

'ছাতা এবং টুপি, আপনি ঠিক দেখেছেন?'

'না, না, ভুল হবে কেন। মাথায় টুপি দেওয়া তো রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আসতে পারি?' সাদা প্যান্টের ওপর ডিপ নেভি ব্লু শার্ট পরা অরণ্য বোস, 'অফিস থেকে সরাসরি চলে এলাম।'

'ভালই করেছেন।' সাত্যকি আপাদমস্তক জরিপ করলেন। হাল্কা শ্যামলা রঙের অরণ্যের ছায়া অরণ্য বোসের গয়ে, চোখমুখে লালিত্য সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'আপনি সেদিন কখন এসেছিলেন মিস্টার বোস?'

'সন্ধের ঠিক মুখে মুখেই, কল্যাণ আগেই চলে এসেছিল, দিবাকর সেন তখনও আসেনি।বহ্নি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছিল।'

'স্যার, এটা আলমারির নিচে পেলাম।' সুগত মুঠো খুলে দেখাল।

'এটা তো হুইস্কির ঢাকনা মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ স্যার, রয়েল স্যালুটের।'

'সেদিনের পার্টিতে কি এই ব্র্যান্ডই সাভ হয়েছিল মিস্টার বোস?'

সাত্যকি সান্যালের কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করল অরণ্য বোস।

'বহ্নির সঙ্গে সেদিন আপনার কোনও ব্যক্তিগত কথা হয়নি?'

'না, সে সুযোগ পাইনি। কাল সকাল থেকে মোবাইলের সুইচ অফ।'

'বহ্নি ছাড়া এ বাড়ির আর কাকে চিনতেন?' অরণ্য বোসের চোখ থেকে কিন্তু সাত্যকি সান্যাল চোখ সরাচ্ছে না।

'না, এবে সেদিন এক কেয়ারটেকারের সঙ্গে বহ্নি কথা বলছিল, রাতে নাকি তার যাত্রা ছিল, জানলা দিয়ে লোকটাকে দেখেছিলাম। লোকটা কিন্তু সত্যি কথা বলেনি।'

'কী করে জীনলেন আপনি?'

'রাত দশটা নাগাদ পলিপ্যাকে মাংস, আলু, পিঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'বাইরেটা তো অন্ধকার মিস্টার বোস, এত কিছু দেখলেন কী করে? জানলার পর্দা তুলে দেখুন, ঘরের আলোটাও যাবার রাস্তায় পড়ে না।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখেছি।' অরণ্য ঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না তার বক্তব্যের।

সুগত ঘরে ঢুকল। —'ওদিকটা দেখে এলাম স্যার, বাগানের দিকে একটা পাতকুয়া আছে, মোটর বসানো। কেয়ারটেকারের ঘরটা একেবারে পশ্চিম দিকে। পিছনের দরজাটাও ব্যবহার হয়। কারণ দরজার কাছে দেখলাম সামান্য ডিটারজেন্ট পাউডার পড়ে ছিল। আর পাতকুয়ার পাশে কিছু আলু-পিঁয়াজের খোসা, ডিটারজেন্ট পাউডারের গুঁড়ো -এর মধ্যে আছে স্যার।' ফুলস্কেপ কাগজের মাঝখানে সামান্য ডিটারডেন্ট পাউডার, ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো পাউডারের উপর।

সুগতর কথাটা বোধ হয় অরণ্যের কানে যায়নি অন্যমনস্ক থাকায়। ডিটারডেন্ট পাউডার নিজের নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে সাত্যকি বললেন-'অন্ধকারে মিস্টার বোস তাহলে ঠিকই দেখেছেন। সুগত, তুমি রমণীর খোঁজ কর। হাসপাতালের ওয়ার্ডমাস্টার সুনীল বক্সি ওর ঠিকানা জানবে।' ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সাত্যকির সিদ্ধান্ত—'এটা টাইড ডিটারজেন্ট সুগত। সুগত হাতে ফিরিয়ে দিতেই ছাড়ানো পাউডারগুলো টুকরো কাগজের সাহায্যে এক জায়গায় জড়ো করছিল।

'কী ওটা?'

'কী ওটা?'

'ও কিছু না স্যার, ডিটারজেন্ট পাউডারের গুঁড়োগুলো এক জায়গায় জড়ো করছিলাম, পাতকুয়ার ধারে পড়েছিল পুরানো রেলের টিকিটের টুকরো।' সাত্যকি লাফ দিয়ে বিছানার চাদরটা নিজের নাকের কাছে ধরলেন— 'দেখ তো সুগত দুটো গন্ধ এক কিনা?'

চাদরটা উড়িয়ে কার্লঅনের ম্যাট্রেসের ওপর গন্ধ শুঁকে চললেন সাত্যকি।—এইটুকু জায়গায় একই গন্ধ। দুটো ফরেনসিকে পাঠাতে হবে। তার আগে ইনফ্রারেড রে-এর স্ন্যাপ চাই। মহিমবাবু রেডি।'

সাত্যকি সান্যল উত্তেজিত। অন্ধকারে যেন আলো দেখা গেছে,—

'সুগত, চাদর আর ম্যাট্রেস ফরেনসিকে পাঠাতে হবে। কারুর অপেক্ষা না করে ম্যাট্রেস্ট বিছানা থেকে নামাতে গেলেন সাত্যকি। খাটের ফাঁকে আটকে থাকা কিছু একটা পড়ার শব্দ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুগত নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে বার করে আনল হাল ফ্যাশানের মোবাইল ফোন।

'এ কী! এ তো বহ্নির।' অরণ্যের গলায় উদ্বেগ।

'ভেরি ব্যাড সাইন, সুগত। যেটা বলতে চাইছিলেন না সেটাই বেরিয়ে এল সাত্যকি সান্যালের মুখ দিয়ে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে কে যেন বলে উঠল, 'আসতে পারি ভেতরে?'

'আজ্ঞে আমি রমণী, কালকে আসতে পারিনি। ম্যাডামকে কয়েবার ফোন করেছিলাম লাইন পাইনি। বাস থেকে নেমে চায়ের দোকনে ঢুকেছিলাম, সেখানে এই খবর শুনলাম।'

অরণ্যে দিকে ফিরে সাত্যকি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখুন ভাল করে, এই লোককেই পরশু রাতে দেখেছেন?'

'তা তো মনে হচ্ছে।'

'গত পরশু রাত দশটা নাগাদ আপনি কোথায় ছিলেন?'

'যাত্রার আসরে স্যার।'

'মিথ্যে কথা,' সাত্যকি গর্জে উঠলেন, 'ওই সময় আপনি বাজার করে ফিরছিলেন।'

'না স্যার, বিশ্বাস করুন।'

'সুগত, একে থানায় নিয়ে যেতে হবে। থরো ইনটারোগেশনের দরকার আছে। আর হ্যাঁ, এ বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি কার কাছে আছে?'

'সে তো বলতে পারব না স্যার, থাকলে মালিকের কাছে আছে, আমার ঘরেও একই তালা, ভারি অসুবিধা।'

'তোমার ঘরটা একটু দেখব রমণী' - সাত্যকি এগিয়ে যেতে সুগত রমণীকে নিয়ে পিছন পিছন গেল।

'তাহলে মিস্টার সান্যাল, আমরা এখন কী করব?'

'সুগত আপনাদের কাছ থেকে কয়েকটা সই নেবে সিজার উইটনেস হিসাবে, তারপর আপনি আর হিরণবাবু দুজনেই চলে যাবেন, দরকার মতো ডেকে নেব।' পকেটে হাত দিয়ে সাত্যকি সান্যাল তখন দরজার বাইরে।

রমণীর একার ঘর, দেখার মত কিছু ছিল না, শুধুমাত্র মেকাপের জিনিসপত্র।

'তুমি কি যাত্রায় মেকাপ কর নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

৭

'আজ সাতদিন হয়ে গেল সুগত অথচ কোনও পজেটিভ রেজাল্ট পাওয়া গেল না।' সমস্যায় পড়লে সাত্যকি সান্যালের সিগারেট খাওয়া বেড়ে যায়।'

'হ্যাঁ স্যার, ফরেনসিক রিপোর্ট থেকেও সেভাবে কিছু পাওয়া গেল না।' তোমার কাজ। আসামী পাওয়া গেলে এই রিপোর্ট তখন এভিডেন্স হিসাবে কাজ দেবে।' কথা শেষ করে সাত্যকি কেস ফাইলটা ওল্টতে লাগলেন।

'একটা ব্যাপারে তো স্যার আমরা নিশ্চিত, ওই বিছানার ওপর কোনও না কোনও ভায়োলেন্স হয়েছিল।'

'সেটা তো ফরেনসিক রিপোর্টেই বলছে। এই দেখ সুগতঃ' সাত্যকি ফাইলের মধ্যে গাঁথা ফরেনসিক রিপোর্টটা পড়তে লাগলেন, -'প্রেজেন্স অফ ব্লাড স্টেন ডিকেকটেড ইন দ্য ফাইবার অফ বেডকভার অ্যান্ড দ্য সার্টেন পোরশন অফ ম্যাট্রেস।'

সুগত ফাইলটা নিয়ে রিপোর্টটা দেখতে লাগল। 'এবার এগুলো দেখ সুগত। ইনফ্রারেড রে ফটোগ্রাফি, সেটাও ফরেনসিক রিপোর্টকে করোবোরেট করছে, বিছানার চাদরে ও ম্যাট্রেসে এমন একটা দাগ, সেটা বড় আকারের ছুরি বললে ভুল হবে না। রক্তমাখা ছুরিটা বিছানার ওপর রাখলে চাদরে ও ম্যাট্রেসে একই রকমের দাগ পড়বে।' একই কথা সুপিরিয়র থেকে সাব-অর্ডিনেট সকলের কাছে একইভাবে বলে চলেছেন সাত্যকি।

'কিন্তু ঘটনাটা তো রাতে ঘটেছিল, অথচ দিনের বেলায় বহ্নি মুখার্জিকে দু জয়গায় দেখা গেল।'

'দু জায়গায়?' সাত্যকি আশ্চর্য হল।

'আপনি স্যার স্টেশনারি দোকানগুলো চেক করতে বলেছিলেন টাইড ডিটারজেন্ট কেনার ব্যাপারে, বহু খোঁজাখুঁজির পর শ্রীগুরু মার্কেটে একটা দোকান পাই। ওই দিন সকাল দশটার কিছু পরে দু কেজি টাইড ডিটারজেন্ট কিনেছেন জিন্স ও গগলস পরা এক ভদ্রমহিলা, মাথায় টুপি ও ছাতা দুইই ছিল।'

'এই জায়গাটায় আমার খটকা লাগছে সুগত, ছাতা মাথায় দিলে কেউ টুপি দেয়?'

'স্টাইল করার জন্যে অনেকে দেয় স্যার।'

'একটা কথা তো মাথায় রাখতে হবে সুগত, রাতে যার ঘরে ওরকম একটা ভায়োলেন্স হয়েছে, সে কি সকালে স্টাইল করবে?' সাত্যকি সান্যাল নিজেকেই বোঝাতে পারছেন না।

'এদিকে চিরুনির একটা চুল আর্টিফিসিয়াল, রিপোর্টে সেরকমই আছে।'

'ওটা আমি দেখেছি সুগত, কিন্তু একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছি, এ ব্যাপারে রমণী সাঁতরাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, একদিকে সে মেকাপম্যান, দ্বিতীয়ত রাত দশটায় ওকে দেখা গেছে। কিন্তু যাত্রার অ্যালিবাইটা এত স্ট্রং,

কিছুতে ব্রেক করা যাচ্ছে না, কারণ রাত দশটার পর রক্তাক্ত সৈনিকের মেকাপ করতে হয়েছিল।'

'তাহলে কি স্যার, বহ্নি মুখার্জিই ঘটনা ঘটিয়ে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে?'

'নট আনলাইকলি সুগত, অপরাধ বিজ্ঞানে কিছুই অসম্ভব নয়।' সাত্যকি সান্যালকে একটু মনমরা দেখাচ্ছে।

'আপনি কি স্যার খুব আপসেট?' সুগতর নজর এড়ায়নি।

'না, তা নয়, তবে কাল বেলা বারোটার মধ্যে সেরকম কোন্য প্রোগ্রেস না হলে, এস পি সাহেব মিনিস্টারকে কোনও উত্তরই দিতে পারবেন না, তখন হয়ত...'

'স্যার, রিকি তো পরশু ফিরে যাবে।' হাসিমুখে হারাধন ঘরে ঢুকল।

হারাধন সাত্যকি সান্যালের ফাইফরমাশ খটে। রিকি সাত্যকির একমাত্র মেয়ে বাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। পরশু ওরই ফিরে যাবার কথা।

'তা আমি কী করব?' নিজের বিরক্তি গোপন রাখতে পারছেন না সাত্যকি।

'না স্যার, ওর ওয়েটিং চব্বিশে ছিল, কনফার্ম হল কিনা দেখে দিতে বলছিলাম হারাধন পকেট থেকে টিকিটটা বার করে সাত্যকির হাতে দেয়।

টিকিটটা হাতে নেওয়ামাত্রই ছেঁড়া ধনুকের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সাত্যকি। ছুটে যান আলমারির দিকে - 'সুগত, শিগরির মোটর বাইকটা বার কর।'

আমলমারিতে কিছু একটা খোঁজাখুঁজি করে দৌড়ে বেরিয়ে যান।

'টিকিটটা কনফার্ম হল কিনা দেখাই তো হল না স্যার' - হারাধন চেঁচিয়ে ওঠে।

ওই কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সাগতকে সঙ্গে নিয়ে সাত্যকি বেরিয়ে যান দ্রুত। মুখটা উদ্ভাসিত। 'এন বুঝতে পারছ সুগত কেন মাতাল কল্যাণকে বয়ে নিয়ে যেতে দিবাকর সেনের অন্ধকার মালুম হয়নি, আর অরণ্য বোসই বা কী করে পলিপ্যাকের মধ্যে মাংস, আলু, পিঁয়াজ দেখেছিলেন?'

'কিছুটা বুঝতে পারছি স্যার, তবে সবটা নয়।'

'এই কেসের সব চেয়ে ভাইটাল ক্লু তুমিই কালেক্ট করেছ, ক্রেডিটটা তোমার। তোমার দিন সাতেকের জন্য বাইরে যাবার ব্যাপারে রেডি হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এক ঘন্টা স্যার।'

'ভেরি গুড, বাকিটা ট্রেনে বুঝিয়ে বলব।'

৮

আকাশ এখানে উন্মুক্ত নয়। সূর্য কিন্তু অকৃপণ, তবু তার দরাজ দনের ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়ায় বাধার প্রাচীর। সলিটারি সেলের ওপরের ক্ষুদ্র জানালাটুকু তার প্রবেশের জন্যে নির্ধারিত। এটা নেহাতই প্রদাকত, বন্দিজীবনের দিনরাতের তফাৎ বোঝানোর জনেওই এই বিধিব্যবস্থা না কর্তৃপক্ষের উন্নততর পরিষেবা দেবার নিকৃষ্ট মানসিকতা?

এখন অপরাহ্নের শেষ বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার রক্তিম আভা ব্যর্থ হচ্ছে কংক্রিটের দেওয়ালে। তারই অপর প্রান্তে অজস্র আঁকিবুজি সমৃদ্ধ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছি আমি। সেই দেওয়ালে কেউ লিখেছেন প্রেমিকার নাম, কেউ এঁকেছেন স্ত্রীর যৌন অঙ্গের অপটু চিত্র। কেউ মেটাতে চেয়েছে অবরুদ্ধ কামভাব হয় অশুদ্ধ অক্ষরে নয়, বিকৃত কল্পনায়। অপরিচ্ছন্ন দেওয়ালে মাথার তেলের ছাপ বাড়িয়েছে মালিন্যের বোঝা। তবু সে ভারাক্রান্ত নয়। আগামী দিনে আরও ভার গ্রহমের জনেওই নির্মিত।

আকাশে তারা অগণ্য হলেও এখানে দৃশ্যমান নয়। বন্দিরা সন্ধ্যায় তান ধরে না, বরঞ্চ খিস্তি করে পরস্পরে। রোজকার মতন সন্ধ্যা আসে, রাত্রি হয়।

সেন্ট হেলেনার নির্জন ঘরেও কি এইভাবে রাত হয়? অতীত রোমন্থনে কি ধরা পড়ত গরমিল, আপসোসে কেউ চুল ছিঁড়ত, না আর্সেনিকের প্রভাবে আপনা আপনি উঠে আসত হাতের মুঠোয়? সেখানেও কি কলো ছাতায় মুখ ঢাকত মৃত্যু দূর থেকে? শোনা যেত কি তার হাসির শব্দ?

সেদিনের সন্ধ্যায় শোনা যচ্ছিল অন্য হাসির শব্দ। তাতে নেশা জাগায়, মাতাল হতে হয়, না পেলে বেপরোয়া হতে মন চয়। তিনটি পুরুষ, একটি নারী, মনোমুগ্ধকর দেহভঙ্গিমায় সে তখন গেয়ে চলছে-বিরস দিন/বিরল কাজ/ প্রবল বিদ্রোহে/এসেছ প্রেম/ এসেছ আজ/ কি মহাসমারোহে। কী অপূর্ব দেহসুষমা।

লুপ্ত চেতনা হঠাৎ ফিরিয়ে দিল স্মৃতি-মেডিকেল কলেজের চত্বর, দূরন্ত আঘাত, রক্ত ঝরছে ঠোঁটে, সারা শরীরে বিঁধছে অপমানের কাঁটা। বহ্নি এত দুর্লভ! না স্পর্শে দগ্ধযন্ত্রণা।

অপমানের গোড়ায় জল দিয়েছি অনেক। দীর্ঘদিনের লালন পালনে আজ সে প্রতিহিংসা। ওঃ, চরিতার্থের কী সুখ, পরিপূর্ণ যৌবনকে হত্যা করার কী আনন্দ। আমারই নির্দেশে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে যখন বার করা হল বহ্নির পূতিগন্ধময় গলিত দেহ, আমি তখন উল্লসিত। কোথায় গেল তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের গর্ব। সুসজ্জিত সরোবরে এক গণ্ডুষ জল চেয়েছিলাম মাত্র। পিপাসার্তকে অপমান করেছিলে। কিন্তু আজ সব পরিশোধ। বহ্নি আজ নির্বাপিত। কিন্তু এ তো আমি

চাইনি, শুধু কি হিসাবের গরমিল নাকি ভাগ্যের পরিহাস?

অনেক দিন বন্ধ থাকা ঘরগুলোর জানলা দরজা খুলে দিয়েছিলাম। জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম বারান্দার ভেপার লাইট। রমণীর ভাই ধরণীই বলল, তার দাদার না থাকর কথা। কী জানি মনে হল, রাতে ভাত আর মাংস রান্না করি। বাজারটা ওকে দিয়েই করালাম শেষপর্যন্ত। কিন্তু ঘরগুলো ঝাঁট তো ও নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছে। তারই মধ্যে কখন অজান্তে ফেলে দিয়েছে ট্রেনের আধ ছেঁড়া টিকিটটা যাতে রয়ে গেছে আমার দুর্ভাগ্যস্বরূপ পি এন আর নম্বর। মামলায় এক্সিবিট হিসাবে দাখিল করা হয়েছিল ছোঁ টিকিটের টুকরোটা।

ইয়েল লকের ডুপ্লিকেট চাবিগুলো ড্রয়ারেই ছিল। রাত তখন দুটো পনের। রামের নেশাটা তখনও কাটেনি। একতলার দরজা খোলা গিয়েছিল সহজেই। নীল আলোয় বহ্নি শুয়ে আছে, পায়ের দিকের নাইটিটা উঠে গেছে হাঁটু অবধি। যেন জ্যোৎস্না ফুটেছে বিছানায়। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে দু পা এগিয়েছি, কোনও কিছুর ধাতব ঢাকটা, কে কুক্ষণে ফেলে রেখেছিল, হঠাৎ পায়ে ধাক্কায় আঘাত করল স্টিল আলমারিতে।

ধারাল অস্ত্রটার অবস্থান জানা থাকলে সাবধান হতাম। ডান হাতটা যখন হত না। বহ্নির শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে ধারণা ছিল, সেই জন্যেই আর ঝুঁকি নিইনি। ঘুমের প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারায় সুবিধা হয়েছিল আমার। কিন্তু এটা তো আমি চাইনি। এক চুমুক জল খেতে চেয়েছিলাম।

সেই প্রথম বহ্নির স্পর্শ আমার। নরম দেহটা বুকে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সেপটিক ট্যাঙ্কের কাছে। সামান্য সময়টুকু স্পর্শের স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। ভেবেছিলাম রাতেই পালাব। কিন্তু কী জানি মনে হল যদি কিছু চিহ্ন ফেলে যাই, ওগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে হবে। তাই যখন সকাল হল, কাজের মেয়েটা ডাকাডাকি করল অনেকক্ষণ।

আমি তখন রমণীর ঘরে। আয়নার সামনে নিজেকে গড়ে তুলছি বহ্নির অবয়বে। একসময়ের শেখা মেকাপ নেবার বিদ্যেটা কী আশ্চর্যভাবে কাজে লেগে গেল। কিন্তু একটা চিরুনি পেলাম না রমণীর ঘরে। ফলে বহ্নির চিরুনিটা নিয়ে যেতে হয়েছিল। জানালা দিয়ে চিরুনিটা রাখতে চেয়েছিলাম ড্রেসিং টেবিলে, কিন্তু মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। কখন যে আটকিয়ে গিয়েছিল পরচুলার একটা চুল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা খুব সহজেই মিলিয়ে দিলেন ওটার সঙ্গে আমার সুটকেস থেকে উদ্ধার হওয়া পরচুলার চুল এক।

লোকের চোখে ধুলো দিয়েছিলাম সহজেই। কিন্তু যেখান থেকে ডিটারজেন্ট পাউডার কিনেছিলাম, চাদর আর ম্যাট্রেস ধোবার জন্যে, সেই বাকি কাজটুকুর জন্যে ফিরে আসতে হয়েছিল ঘটনাস্থলে পুরাতন তত্ত্ব মেনে। না কোনও ক্ষতি হয়নি। চাদর ম্যাট্রেস পরিষ্কার করে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পেরেছিলাম। ফেলে গিয়েছিলাম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র চাদর ও ম্যাট্রেসের ফাইবারে, যা ফরেনসিক রিপোর্টে ধরা পড়েছিল সহজেই। শুধু তাই নয়, কোনও একসময়ে দোকানদারের নজরে পরেছিল আমার ডান হাতে রক্তাক্ত জখমটা। একা গিয়ে সনাক্ত করল পরে। আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি খাতায় ছাতা মাথায় দিয়েও টুপি পরে মুখ ঢাকতে চেয়েছিলাম। এখান থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত।

কিন্তু ওই যে বারান্দার ভেপার ল্যাম্প, অলক্ষ্যে জানিয়েছিলাম নিজের উপস্থিতি। আলো থাকায় অরণ্য ধরণীকে রমণী বলে ভুল করেছিল। পুলিশি তদন্তে একটু ভুল সহজেই ধরা পড়ে। প্রাণ এবং পেটের দায়ে ধরণী বলে ফেলেছিল সব কথা। ওই তো নিয়তি। কেনই বা তাতে থেকে যাবে পি এমন আর নম্বরের আবিকৃত সংখ্যাগুলো।

বহ্নি নেই, তবু দাবদাহ আছে। দারুণ পিপাসা-এ কি বহ্নির অধরসুধার না শরীর সারোবরের? দুটোই অতীত। তৃষ্ণাই বর্তমান।...

ফাঁসির পর সলিটারি সেল থেকে মানস গুহর এই ডায়রিটা পাওয়া গিয়েছিল।